Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 15-04-2026 15:05 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। বুধবার ১৫ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩১৩ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 15-04-2026 15:05 Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। বুধবার ১৫ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩১৩ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

আমরা একটি মসজিদও চাই না', প্রতিবাদে জাপানে পথে নামল কয়েক হাজার মানুষ

হরমুজ পেরিয়ে নজর এ বার মালাক্কায়! চিনের 'দুশ্চিন্তা' বাড়িয়ে হাত মেলাচ্ছে ওয়াশিংটন-জাকার্তা

যুদ্ধের আঁচ নববর্ষের মিষ্টিতেও! জ্বালানি সংকটে বেড়েছে দাম, মধ্যবিত্তের পকেটে ছ্যাঁকা

প্রথম দফায় ২৪০৭ কোম্পানি, শীর্ষে মুর্শিদাবাদ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যে প্রথম দফার ভোটের রণসজ্জা চূড়ান্ত করে ফেলল নির্বাচন কমিশন। আগামী ২৩ এপ্রিল উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহলসহ রাজ্যের একগুচ্ছ জেলায় বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। এই দফায় নজিরবিহীন নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হচ্ছে বাংলা। কমিশন জানিয়েছে, শান্তি বজায় রাখতে মোতায়েন করা হচ্ছে মোট ২,৪০৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। বাহিনীর নিরিখে এবার সকলকে টেক্কা দিয়েছে মুর্শিদাবাদ। দ্বিতীয় স্থানেই জায়গা করে নিয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর জেলা পূর্ব মেদিনীপুর।সোমবারের মধ্যে স্পর্শকাতর বুথসহ সর্বত্র বাহিনী মোতায়েন শেষ করার কড়া নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। প্রথম দফার ভোট মানচিত্রে রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার। ভোট হচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহেও। জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার পাশাপাশি ভোট নেওয়া হবে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে। তালিকায় রয়েছে পশ্চিম বর্ধমান এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর।কমিশনের পরিসংখ্যান বলছে, প্রথম দফায় সর্বাধিক বাহিনী নামছে মুর্শিদাবাদে। জেলাটিকে দুটি পুলিশ ভাগে ভেঙেছে কমিশন। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলায় ২৪০ কোম্পানি এবং জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় ৭৬ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। অর্থাৎ ওই জেলায় মোট বাহিনীর সংখ্যা ৩১৬ কোম্পানি। নজর কেড়েছে শুভেন্দুর গড় পূর্ব মেদিনীপুরও। হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রামের দিকে তাকিয়েই সেখানে ২৭৩ কোম্পানি বাহিনী পাঠাচ্ছে কমিশন। উল্লেখ্য, এই কেন্দ্রে শুভেন্দু অধিকারীর বিপক্ষে তৃণমূলের বাজি পবিত্র কর।তালিকায় এর পরেই রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর। সেখানে মোতায়েন থাকছে ২৭১ কোম্পানি জওয়ান। বাঁকুড়ায় বাহিনীর সংখ্যা ১৯৩ কোম্পানি এবং বীরভূমে ১৭৬ কোম্পানি। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর মধ্যে মালদহে ১৭২ কোম্পানি ও কোচবিহারে ১৪৬ কোম্পানি বাহিনী থাকছে। দক্ষিণ দিনাজপুরে ৮৩ ও উত্তর দিনাজপুরে মোট ১৩২ কোম্পানি বাহিনী থাকছে। উত্তর দিনাজপুরকেও ইসলামপুর ও রায়গঞ্জ; এই দুই পুলিশ জেলায় ভাগ করা হয়েছে।পার্বত্য জেলা দার্জিলিঙে ৬১ ও কালিম্পঙে ২১ কোম্পানি বাহিনী থাকছে। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে মোতায়েন হচ্ছে যথাক্রমে ৯২ ও ৭৭ কোম্পানি বাহিনী। জঙ্গলমহলের পুরুলিয়ায় ১৫১ ও ঝাড়গ্রামে ৭৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাহারায় থাকবে। দুই পুলিশ কমিশনারেট শিলিগুড়ি ও আসানসোল-দুর্গাপুরে যথাক্রমে ৪৪ ও ১২৫ কোম্পানি বাহিনী নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করানোই এখন কমিশনের কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ। আগামী বৃহস্পতিবারের অগ্নিপরীক্ষার আগে গোটা রাজ্যই কার্যত দুর্গে পরিণত হচ্ছে।এক নজরে বাহিনীর বিন্যাস স্পষ্ট করে কমিশন বুঝিয়ে দিয়েছে, কোনও এলাকাকেই ঢিলেঢালা রাখা হবে না। বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুরের ওপর বাড়তি নজরদারি থাকছে দিল্লির। সোমবারের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই প্রতিটি বুথে জওয়ানদের পৌঁছে দেওয়ার তৎপরতা তুঙ্গে। প্রথম দফার এই বিপুল বাহিনী মোতায়েন থেকে স্পষ্ট, ভোট উৎসব নির্বিঘ্ন করতে কোনো খামতি রাখতে চাইছে না জাতীয় নির্বাচন কমিশন।ফাইল ফটো।

নববর্ষে ভ্রাতৃত্বের জয়গান মোদীর

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বাংলার নববর্ষে বিভেদ ভুলে সম্প্রীতির ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পয়লা বৈশাখের পুণ্যলগ্নে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের 'কালজয়ী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' উদ্‌যাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। বাংলায় বিধানসভা ভোটের দামামা বাজলেও মোদীর বার্তায় রাজনীতির লেশমাত্র ছিল না। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক কায়দায় তিনি গেয়েছেন ভ্রাতৃত্বের জয়গান। বাংলা ও ইংরেজি; দুই ভাষাতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদী লিখেছেন, 'আনন্দ ও ভ্রাতৃত্বের চেতনা সদা বিরাজমান থাকুক।' নতুন বছরে আপামর বাঙালির সুস্বাস্থ্য ও সুখ কামনা করেছেন তিনি। তাঁর মতে, ভারতের সভ্যতার বুনট তৈরিতে বাংলার সংস্কৃতির অবদান অনস্বীকার্য। প্রধানমন্ত্রী মনে করেন, নববর্ষ আসলে 'ভারতের সভ্যতার চেতনাকে গড়ে তোলা পশ্চিমবঙ্গের কালজয়ী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উদ্‌যাপনের' মুহূর্ত। মোদীর শেয়ার করা ছবিতেও ছিল একান্তই বাঙালি আবেগের ছোঁয়া। প্রধানমন্ত্রীর বার্তায় সৌজন্য থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে শোনা গিয়েছে রাজনীতির সুর। নববর্ষের ভিডিয়ো বার্তায় তিনি যেমন সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেছেন, তেমনই কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ও সিএএ ইস্যুতে বিজেপিকে আক্রমণ শানাতে ছাড়েননি। গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল হওয়ার ডাক দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দিয়েছেন রাজনৈতিক লড়াইয়ের কথা। ভোটের আবহে যেখানে মমতার বক্তব্যে উঠে এসেছে অধিকার আদায়ের লড়াই, সেখানে মোদী নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন কেবল শুভেচ্ছা আর সংস্কৃতির গণ্ডিতেই। দুই রাষ্ট্রপ্রধানের নববর্ষের বার্তার এই ভিন্ন মেরু এখন রাজ্য রাজনীতির চর্চার কেন্দ্রে। ফাইল ফটো।

'ভ্যানিশ ওয়াশিং মেশিন'কে জবাব দিন নববর্ষের সকালে 'বদলা'র ডাক মমতার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ শুরু হলো নতুন বছর। তবে পয়লা বৈশাখের সকালেও মমতার গলায় শোনা গেল লড়াইয়ের সুর। নববর্ষের শুভেচ্ছাবার্তাকে হাতিয়ার করেই সরাসরি মোদী সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় এজেন্সির 'জুলুম' আর 'বঞ্চনার' জবাব দিতে সাধারণ মানুষকে ভোটবাক্সে বদলা নেওয়ার আহ্বান জানালেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, বাংলার উপর যে অত্যাচার চলছে, গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল হয়েই তার যোগ্য জবাব দিতে হবে। ভিডিয়োবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, এবারের নির্বাচন কেবল প্রতিনিধি চয়নের নয়, বরং অপমানের পাল্টা জবাব দেওয়ার। দিল্লির বিজেপি সরকারকে 'জমিদার' বলে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, 'দিল্লির জমিদারেরা অনেক অত্যাচার করছে, ভোট কাটছে, অনধিকার প্রয়োগ করছে। সব এজেন্সি দিয়ে বাংলার উপর জুলুম অত্যাচার করছে। এই অত্যাচারের বদলা নিন। দয়া করে আপনারা ভোট দিন।' আক্রমণ শানিয়ে বিজেপি-কে 'ভ্যানিশ ওয়াশিং মেশিন' বলেও তোপ দাগেন তিনি। বঞ্চনার অভিযোগের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের সাফল্যের খতিয়ানও তুলে ধরেন তৃণমূল নেত্রী। মমতা মনে করিয়ে দেন, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে তাঁর সরকার ১০৫টি সামাজিক প্রকল্প চালাচ্ছে। সেই উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতেই জোড়াফুলে ভোট দেওয়ার আর্জি জানান তিনি। তাঁর কথায়, রাজ্যের ২৯৪টি আসনেই তিনি নিজে প্রার্থী, তাই প্রার্থীদের জয়ী করা মানেই তাঁকে শক্তিশালী করা। উৎসবের আবহেও এনআরসি বা ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এসআইআর-এর জেরে আত্মহত্যার ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে তিনি জানান, বাদ পড়া ৩২ লক্ষ নাম ফেরাতে তিনি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়াই করেছেন। তাঁর আশ্বাস, ট্রাইব্যুনাল চলছে, বাকিদের নামও ভবিষ্যতে তালিকায় উঠবে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 15-04-2026 15:05 Page 3

বিয়ের আগে দ্রুত ওজন কমাতে ইনজেকশন !

আতঙ্ক ছড়াচ্ছে ‘মাউঞ্জারো ব্রাইডস’ ?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বিয়ের দিন নিজেকে মধ্যমণি করে তুলতে চায় সকলেই। পোশাক থেকে গয়না, সবেতেই অতিথিদের নজরে সেরা হয়ে থাকতে চান কনেরা। যার জন্য বিয়ের আগে ওজন কমানোর হিড়িক নতুন কিছু নয়। তবে বর্তমানে অনেক হবু কনে দ্রুত ওজন কমাতে ‘মাউঞ্জারো’র মতো ওয়েট লস ইনজেকশনের সাহায্য নিচ্ছেন। বর্তমানে এই প্রবণতা ‘মাউঞ্জারো ব্রাইডস’ নামে পরিচিতি পেয়েছে। যা নিয়ে কড়া সর্তবার্তা দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। ‘মাডঙ্ম ঞ্জারো ব্রাইডস’ বিষয়টি কী? মাউঞ্জারো মূলত টাইপ-২ ডায়াবেটিস এবং স্থূলতা নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি একটি ওষুধ। তবে দ্রুত মেদ ঝরানোর ক্ষমতার কারণে অনেক হবু কনে বিয়ের কয়েক মাস আগে থেকেই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই এই ইনজেকশন ব্যবহার শুরু করছেন। লক্ষ্য একটাই, বিয়ের পোশাকে নিজেকে আরও স্লিম দেখানো। চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদদের মতে, কেবল বিয়ের সাজে সুন্দর দেখানোর জন্য এই ধরনের হরমোনাল ইনজেকশন ব্যবহার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। এর প্রধান ঝুঁকিগুলো হল,

মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ঃ এই ইনজেকশন ব্যবহারের ফলে বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং প্রচণ্ড পেটে ব্যথার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিয়ের মতো আনন্দদায়ক সময়ে এই অসুস্থতা পুরো অনুষ্ঠানটি মাটি করে দিতে পারে।

পুষ্টির অভাব ঃ এই ওষুধগুলো খিদে কমিয়ে দেয়। ফলে শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায় না। এতে বিয়ের আগে ত্বক ও চুলের উজ্জ্বলতা হারিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি প্রচণ্ড ক্লান্তি দেখা দিতে পারে।

মানসিক চাপ ঃ বিয়ের এমনিতেই অনেক ধকল থাকে, তার ওপর ওষুধের প্রভাবে মেজাজ খিটখিটে হওয়া বা দুশ্চিন্তা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ওজন ফের বেড়ে যাওয়া ঃ এই ইনজেকশন বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই ওজন ফের দ্রুত বাড়তে শুরু করে। অর্থাৎ এটি কোনো স্থায়ী সমাধান নয়।অপ্রত্যাশিত

শারীরিক পরিবর্তনঃ দ্রুত ওজন কমলে মুখে ‘ওজেম্পিক ফেস’-এর মতো সমস্যা হতে পারে। এতে গাল ভেঙে যায় এবং চামড়া ঝুলে পড়ে, যা কনেকে বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বয়স্ক দেখাতে পারে। এমনকি ইনজেকশন নেওয়ার ফলে অনেক সময় ডিহাইড্রেশন বা কিডনির ওপর চাপ সৃষ্টি হওয়ার ঝুঁকিও থাকে।বিশেষজ্ঞদের মতে, শর্টকাট না খুঁজে স্বাস্থ্যকর উপায়ে ওজন কমানো উচিত। যেমন- সুষম খাবার অর্থাৎ পর্যাপ্ত প্রোটিন, ফাইবার এবং জল পান করুন। বিয়ের অন্তত ৬ মাস আগে থেকে হালকা শরীরচর্চা শুরু করুন। বিয়ের আগে শরীরের বিশ্রাম সবচেয়ে বেশি জরুরি।বিয়ের পোশাকের মাপে শরীরকে জোর করে ফিট করানোর চেয়ে স্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দেওয়া বেশি জরুরি। কৃত্রিম উপায়ে ওজন কমাতে গিয়ে দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। হবু কনেদের উচিত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের স্বাভাবিক রূপকে গ্রহণ করা এবং সুস্থ থাকা।

ভয়ঙ্কর দশা পাকিস্তানে !

হাসপাতালে তিন শতাধিক শিশু এইডস আক্রান্ত

নয়া জামানা ডেক্স ঃ কী ভয়ঙ্কর দশা পাকিস্তানে। চিকিৎসা ব্যবস্থায় চরম গাফিলতির ভয়ঙ্কর দুর্দশা এবার প্রকাশ্যে এল। হাসপাতালে এক সিরিঞ্জ ব্যবহার করার জেরে তিন শতাধিক শিশু এইডস আক্রান্ত। আন্তর্জাতিক এক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ঘটনাটি ঘটেছে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের তৌনসা শহরের টিএইচকিউ হাসপাতালে। ওই হাসপাতালে মহম্মদ আমিন নামের এক শিশুর মৃত্যুর পরই বিষয়টি সামনে আসে। দিন কয়েক আগেই জানা যায়, ওই শিশুটি এইচআইভি আক্রান্ত। রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর কয়েক দিন পরেই ওই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আট বছরের শিশুর মা জানিয়েছেন, শেষ কয়েকদিনে জ্বর ও তীব্র যন্ত্রণায় ভুগছিল সে। এর কয়েক দিন পরেই তার বোনের শরীরেও এইচআইভি ধরা পড়ে। পরবর্তীতে জানা যায়, ওই হাসপাতালে এক সিরিঞ্জ ব্যবহার করে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সূত্রপাত ২০২৪ সালে। ওই শহরের এক চিকিৎসক লক্ষ করেন, এলাকার বহু শিশুর মধ্যে এইডস সংক্রমণ বাড়ছে। ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত অন্তত ৩৩১ জন শিশু এইচআইভি পজিটিভ হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ‘বিবিসি’র করা একটি ভিডিওটিতে চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস হয়েছে। ২০২৫ সালের শেষ দিকে ওই ভিডিওটি ক্যামেরাবন্দি করা হয়। ৩২ ঘণ্টার ওই ভিডিওতে দেখা যায়, হাসপাতালে এক সিরিঞ্জ ব্যবহার করে একাধিক রোগীকে ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে। দেখা গেছে, মাল্টি-ডোজ ওষুধের ভায়ালে ওই বহু ব্যবহৃত সিরিঞ্জ রাখা হচ্ছে। এমনকী সেই ভায়ালটিও খোলা অবস্থায় রেখে দিচ্ছেন হাসপাতালের এক কর্মী। এমনকী হাসপাতালের কর্মী, নার্সরাও অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় রোগীদের আশেপাশে ঘোরাফেরা করেন ।

ইনজেকশন দেওয়ার সময় তাঁদের হাতে গ্লাভস দেখা যায়নি। ‘বিবিসি’র ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসার পরেই ওই হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডক্টর কাসিম বুজদার এই ভিডিওর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, সম্ভবত ঘটনাটি তিনি দায়িত্ব নেওয়ার আগেই ঘটেছে।

আগে টাকা দাও, তারপর শরীর’

ফুলশয্যার রাতের ‘চরম’ মুহূর্তে নববধূর ‘দর কষাকষি’

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিয়ের সানাইয়ের রেশ তখনও কাটেনি, নতুন জীবন শুরুর স্বপ্নে বিভোর ছিল আগ্রার জগদীশপুরা এলাকার এক যুবক। কিন্তু বাসর রাতেই সেই স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল এক অদ্ভুত এবং ভয়ানক দাবিতে। কনের দাবি;নব্বই লক্ষ টাকা নগদ দিতে হবে, নয়তো স্বামীর সঙ্গে কোনো শারীরিক সম্পর্কে জড়াবেন না তিনি। উত্তরপ্রদেশের আগ্রার এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি এখন শুধু পুলিশের নথিতে নয়, গোটা এলাকায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে।অভিযোগ অনুযায়ী, গত বছরের ২৯ এপ্রিল ধুমধাম করে বিয়ে হয়েছিল গৌরব ও কল্পনার। কনে হাথরসের বাসিন্দা আর বর আগ্রার এক নামী চিকিৎসকের ভাই। বিয়ের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান শেষে কনেকে বাড়িতে নিয়ে আসার পর বাসর রাতেই শুরু হয় চরম অশান্তি। গৌরবের পরিবারের দাবি, ঘরে ঢোকা মাত্রই কল্পনা সাফ জানিয়ে দেন, তার বাবার বাড়িতে নব্বই লক্ষ টাকা পাঠাতে হবে, তবেই তিনি দাম্পত্য সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাবেন। বরের পরিবার তাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেও কল্পনা নিজের জেদে অনড় থাকেন। উল্টে তিনি তার বাপের বাড়িতে খবর দেন এবং অভিযোগ উঠেছে, তার আত্মীয়রা এসে ওই বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর

চালায়।পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে, কনের পরিবারের বিরুদ্ধে শ্বশুরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগও উঠেছে। অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, কল্পনার আত্মীয়রা বাড়ির একটি পিএনজি (গ্যাস) পাইপলাইন ভেঙে ফেলে বাড়ির সদস্যদের ভেতরে আটকে আগুন ধরানোর চেষ্টা করেন। বরাতজোরে প্রতিবেশীদের সাহায্যে রক্ষা পায় গৌরবের পরিবার। এখানেই শেষ নয়, কল্পনা নাকি শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সামনে স্বীকার করেছেন যে, এই বিয়েতে তার কোনও আগ্রহ ছিল না কেবল টাকার নেশায় তিনি এই বিয়েতে রাজি হয়েছিলেন। এর কয়েকদিন পরেই তিনি নিজের এবং শাশুড়ির সমস্ত গয়না নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যান এবং হুমকি দেন যে নব্বই লক্ষ টাকা না দিলে পুরো পরিবারকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে।ঘটনাটি প্রায় এক বছর আগের হলেও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার কারণে এতদিন কোনও সুরাহা হয়নি। শেষমেশ ভুক্তভোগী পরিবার আদালতের দ্বারস্থ হয়। আদালতের নির্দেশে সম্প্রতি জগদীশপুরা থানায় কল্পনা,

তার বাবা এবং ভাইদের বিরুদ্ধে প্রতারণা, চুরি ও খুনের চেষ্টার ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ এখন সেই ঘটকালি করা ব্যক্তির সন্ধান করছে যে এই সম্বন্ধ নিয়ে এসেছিল। একইসঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এই পুরো বিষয়টির পেছনে কোনো সুপরিকল্পিত বড় কোনও চক্র কাজ করছে কি না। বাসর রাতে নববধূর এমন ‘দর কষাকষি’ এবং পরিবারের ওপর প্রাণঘাতী হামলার এই ঘটনাটি আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় এক গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 15-04-2026 15:05 Page 4

ভোট মুখে ফের সক্রিয় বালি-মাটি মাফিয়ারা

বাবলু রহমান ,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ নির্বাচনের উত্তেজনার মাঝেই ধূপগুড়িতে আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বালি ও মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য। অভিযোগ, প্রশাসন যখন ভোটের কাজে ব্যস্ত, তখন সেই সুযোগে ঝাড় আলতা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের গিলান্ডি নদী থেকে চলছে অবাধে বালি ও মাটি তোলা। স্থানীয়দের দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের মদত এবং পুলিশের সহযোগিতায় বারোহালিয়ার বাসিন্দা মঙ্গলু ওরাওঁ এই অবৈধ কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। দিনের পর দিন ট্রাক্টর ও ট্রলিতে করে বালি-মাটি তোলার ফলে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ বদলে যাচ্ছে। এর ফলে আশপাশের অনেক কৃষিজমি ধীরে ধীরে নদীতে ভেঙ্গে যাচ্ছে। গ্রামবাসীরা আরও জানিয়েছেন, তারা আগে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ করলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরং প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় এই চক্র আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তাই বাধ্য হয়ে নিজেদের জমি বাঁচানোর আশায় এবার সংবাদমাধ্যমের সাহায্য চেয়েছেন স্থানীয় মানুষজন।

পয়লা বৈশাখে তারাপীঠে ভক্তদের ঢল, পুজোর লাইনে প্রার্থীরা

নয়া জামানা , রামপুরহাট ঃ পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে আজ ভোর থেকেই তারাপীঠ মন্দির চত্বরে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেল। সূর্যোদয়ের আগেই দূর-দূরান্ত থেকে আসা হাজার হাজার পুণ্যার্থী ফুলের ডালা হাতে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে মা তারার দর্শনের অপেক্ষায় থাকেন। নববর্ষের এই বিশেষ দিনে পুজো দিয়ে বছর শুরু করার রীতি মেনে এবারও ভক্তদের ঢল নামে এই পীঠস্থানে।এদিন সকালে পুজো দেন রামপুরহাট বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজেপি প্রার্থী ধ্রুব সাহা। রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে প্রার্থনা করেন তাঁরা। শুধু সাধারণ ভক্তরাই নন, স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেণির মানুষও এদিন মা তারার আশীর্বাদ নিতে মন্দিরে উপস্থিত হন।মন্দির সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোরবেলায় নিয়ম মেনে মা তারার স্নান সম্পন্ন হওয়ার পর মঙ্গল আরতি অনুষ্ঠিত হয়। এরপর থেকেই সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় গর্ভগৃহের দ্বার। দুপুরে বিশেষ ভোগ নিবেদনের আয়োজন করা হয়েছে। ভোগের তালিকায় রয়েছে ভাত, ডাল, পাঁচ রকম ভাজা, পাঁচ রকম মিষ্টি, পোলাও, শোল মাছ পোড়া এবং পায়েস।ভক্তদের বিপুল সমাগম সামাল দিতে মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে একাধিক ব্যবস্থা।

অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। গোটা এলাকা জুড়ে নজরদারি চালানো হচ্ছে, যাতে নির্বিঘ্নে পুজো দিতে পারেন ভক্তরা।

পথদুর্ঘটনা মৃত্যু দুই যুবকের, শোকে হৃদরোগে মৃত্যু ঠাকুমার

নয়া জামানা, জয়নগর ঃ নববর্ষের সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে ঘটে গেল মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা, যার জেরে একসঙ্গে তিনটি প্রাণ ঝরে গিয়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। দ্রুতগতির একটি সবজিবোঝাই চারচাকা গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় দুই যুবকের। পরে নাতির মৃত্যুর খবর সহ্য করতে না পেরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারান তাঁর ঠাকুমাও।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নববর্ষ উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এদিনও বাড়িতে পুজো ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন বৃদ্ধা মলিনা মণ্ডল। সেই উপলক্ষে বাজার করতে বাইক নিয়ে বেরিয়েছিলেন সুভাষ মণ্ডল ও ২২ বছরের বিকি মণ্ডল। জয়নগরের ব্যাজরা এলাকায় রাস্তার ধারে বাইক দাঁড় করিয়ে দু'জনে কথা বলছিলেন। সেই সময় জয়নগর থেকে বারুইপুরগামী একটি দ্রুতগতির চারচাকা গাড়ি আচমকাই তাঁদের ধাক্কা মারে। ভয়াবহ ধাক্কায় দু'জনেই ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন। ঘটনার পরই গাড়িটি এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি আহতদের উদ্ধার করে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হলে কান্নায় ভেঙে পড়েন সকলে।নাতির মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ভেঙে পড়েন বিকির ৬০ বছর বয়সী ঠাকুমা মনিলা মণ্ডল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁরও মৃত্যু হয়।একই দিনে পরিবারের তিন সদস্যের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা এলাকা। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে এবং পলাতক গাড়ির খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। পাশাপাশি সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রতিজ্ঞা ২০২৬' ইস্তাহার প্রকাশ তৃণমূল প্রার্থী রাসবিহারী হালদারের

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ এমনিতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একের পর এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন প্রচার কর্মসূচিতে। পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রাসবিহারী হালদার এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ প্রতিপক্ষকে। প্রচারের মাঝেই এবার বিধানসভা এলাকার উন্নয়নের ইস্তাহার প্রকাশ করলেন তিনি। নাম দিয়েছেন প্রতিজ্ঞা ২০২৬। যার মাধ্যমে প্রচারের দৌড়ে অনেকটাই নিজেকে এগিয়ে রাখলেন বলে দাবি তাঁর। স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী কার্যালয়ে আয়োজিত একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আসন্ন নির্বাচনের রূপরেখা সংবলিত বিশেষ ইস্তাহার প্রতিজ্ঞা ২০২৬ প্রকাশ করলেন তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী রাসবিহারী হালদার। মূলত এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন এবং পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের লক্ষ্যেই এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে। প্রকাশিত এই ইস্তাহারে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট একাধিক মৌলিক বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রার্থীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে , মেমারিতে একটি আধুনিক মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতাল নির্মাণ এবং দীর্ঘদিনের দাবি মেনে রেলওয়ে ওভারব্রিজের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করাই হবে তাদের প্রধান অগ্রাধিকার। এ ছাড়াও মেমারি এলাকায় একটি বিশ্বমানের স্পোর্টস কমপ্লেক্স স্থাপন এবং পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলিকে মডেল ভিলেজ হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনাও এই প্রতিজ্ঞা ২০২৬-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় যুবকদের স্বনির্ভর করতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ শিল্পায়নের পরিকল্পনাও বিশদভাবে এই নথিতে উল্লিখিত রয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই রাসবিহারী হালদার ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টা করছেন। মেমারির যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়, যা সরাসরি সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করে। প্রার্থী রাসবিহারী হালদার জানান, এই ইস্তাহার কেবল প্রতিশ্রুতির নথি নয়, বরং মেমারির আধুনিকীকরণের একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া। প্রশাসনিক স্তর থেকে এই বিষয়গুলি বর্তমানে তদন্তাধীন এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে বলে জানা গেছে। বিরোধীদের কড়া টক্কর দিতে এবং উন্নয়নমূলক রাজনীতির বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে এই ইস্তাহার তৃণমূল শিবিরের জন্য এক বিশেষ হাতিয়ার হতে চলেছে।

পয়লা বৈশাখে প্রচারে মিষ্টিমুখে একতার বার্তা স্বপ্নার

নয়া জামানা ,জলপাইগুড়ি ঃ রাজগঞ্জে পয়লা বৈশাখের দিনে সুন্দর এক পরিবেশ দেখা গেল। প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের সমর্থনে আজ এলাকায় প্রচার করা হয়, আর তার সঙ্গে সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানো হয়। কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নববর্ষের কার্ড দেন এবং সবার মুখে একটু করে মিষ্টি তুলে দেন। তারা বলেন, নতুন বছর যেন সবার ভালো কাটে এই কামনাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। এ সময় কিছু মানুষ বিজেপির একটি মিটিংয়ে যাচ্ছিলেন। তখন এলাকার ছেলেরা তাদেরও থামিয়ে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে মিষ্টি দেন। তারাও খুশি মনে সেই মিষ্টি নেন। এতে বোঝা যায়, রাজনৈতিক মত আলাদা হলেও উৎসব সবার।

বাউ পাড়া বুথ এলাকাতেও একইভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং মিষ্টি খাওয়ানো হয়। সবশেষে একটাই বার্তা দেওয়া হয় নতুন বছর সবার জীবনে সুখ, শান্তি আর সুস্থতা নিয়ে আসুক। সবাই ভালো থাকুক, এই কামনাই করা হয়।

পয়লা বৈশাখে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক উৎসব

নয়া জামানা,শিলিগুড়ি ঃ বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে শিলিগুড়ি পুর নিগমের উদ্যোগে বাঘাযতীন পার্কে আয়োজিত হল এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। শহরের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মেয়র পরিষদের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।অনুষ্ঠানের সূচনা হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। স্থানীয় শিল্পীদের গান, নৃত্য ও আবৃত্তিতে উৎসবের আবহ আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এরপর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।পরে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় বাঘাযতীন পার্ক থেকে, যা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে সূর্য সেন পার্কের সামনে গিয়ে সমাপ্ত হয়।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 15-04-2026 15:05 Page 5

টেরাকোটায় চড়ক
ঐতিহ্যের অনন্য আখ্যান

বাংলার কত রূপ, কত বর্ণ, কত ঋতুভিত্তিক লোকাচার! কত রকম উৎসব ঐতিহাসিকভাবে তার ধরন, আন্তরিকতা ও ঐতিহ্যের ভঙ্গিতে আজীবন জনপ্রিয়। সাধারণ গ্রামীণ মানুষ যার সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িয়ে আছেন। গ্রামবাংলায় সমাজচিত্রে এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন উৎসব পালিত হয়। আজও সেখানকার আনাচ কানাচ, মাটির রাস্তা, দিঘি ভরা জল, ছোটো পুকুর, সদরবাড়ি, বুড়ো শিবের মন্দির, বাগান সব নিয়ে ব্যাপ্তি বৈচিত্র্যে প্রকৃতি অনন্য। চৈত্র মাসে গ্রামীণ মানুষজন ঘরবাড়ি পরিষ্কার করেন। গ্রামীণ বিশ্বাস যে, চৈত্র বৈশাখে ভূতের উপদ্রব হয়। পুকুরঘাট আর নির্জন জায়গায় যেতে মানা করা হয়, কারণ এই সময়ে তেনারা নাকি আসেন। গ্রাম বাংলায় শিবের গাজনে উৎসবের প্রস্তুতি চলে। এ সকল লোকসংস্কারের মধ্যে লোকাচার অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গেছে। (টেরাকোটায় চড়ক) দুদিকে সবুজ ক্ষেত। কোথাও সরু পথের ধারে বাঁশঝাড়। মেঠো পথের দিকে দিকে বনফুল। বড়ো গাছপালার ফাঁক ফোঁকর দিয়ে রোদ খেলে যায়। দু-চারখানি পাখির ডাক বাতাসের শব্দে ভেসে আসে। ঘরগুলোর সামনে হাঁস-মুরগির চলাচল। দুপুরের দিকে রাঙ্গা স্তাঘাট শুনশান। পথ ধরে এগিয়ে আসছে অদ্ভুত পোশাকের কজন। তাদের শরীর ও মুখে রং মাখা। কাঁধের ওপর মরা মানুষ। হঠাৎ দেখে সত্যি ভেবে ভুল হয়। কখনও তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন আবার পথ চলা বেশ খানিকটা। ছয়-সাত জনের দল মুখে বলে চলেছেন, 'শাবড়া গাছে ভূতের কানি, ভূত ছাড়াতে আমরা জানি'। এদের মধ্যে কেউ সেজেছে অসুর। কেউবা ধনী-গরিব। লোকজনের কাছ থেকে যা দান পাওয়া গেছে, তাতে চড়ক পুজোর খরচ উঠবে। (টেরাকোটায় চড়ক)একরত্ন,পঞ্চরত্ন, চারচালা, আটচালা মন্দিরগুলোতে দেখা যায় চড়কি খেলার দৃশ্য। গ্রাম বাংলায় এই শিব ভক্তির আচার অনুষ্ঠানটি মহা সাড়ম্বরে পালিত হয়। মন্দির স্থাপত্যে ভিত্তিবেদির ঠিক ওপরে চওড়া ফলকে সাধারণত চড়কি খেলার দৃশ্যটি উঠে আসে। চড়কের সময় শান্ত জলের ভেতর থেকে এক আঁজলা জল নেবার মতো শাল গাছের খ ুঁটিটি পুকুর থেকে তুলে আনা হয়। সেটি জলের মধ্যে ডোবানো থাকে সারা বছর। যাকে চড়ক গাছ বলেন গ্রামীণ মানুষরা। সন্ন্যাসীরা এই সময় পুকুরে ডুব দিয়ে শুদ্ধ হয়ে নেন। শিবের পাটা রেখে বুড়ো শিবের পুজোপাঠ করা হয়। তারপর আসে বাণ-সন্ন্যাস। জিভে বা শরীরে বাণ শলাকা বিঁধিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরা হয়। প্রাচীন এই উৎসব দেখতে বিভিন্ন গ্রাম থেকে মানুষজন আসেন। ঐতিহ্যবাহী এই উৎসব মন্দির স্থাপত্যে বাংলার পোড়ামাটি নিদর্শনে পাওয়া যায়। রাঢ় ভূমিতে পোড়ামাটির ফলক বাংলার শিল্পকলার এক অনন্য অবদান। নদীবাহিত পলি মাটি দিয়ে পোড়ামাটির ফলক নির্মাণ হয়। আগুনে পুড়ে প্রাচীন স্থাপত্যের দেওয়ালে উঠে আসে দেবদেবী, জীবনযাত্রা ও লোককাহিনি। একরত্ন, পঞ্চরত্ন, চারচালা, আটচালা মন্দিরগুলোতে দেখা যায় চড়কি খেলার দৃশ্য। গ্রাম বাংলায় এই শিব ভক্তির আচার অনুষ্ঠানটি মহা সাড়ম্বরে পালিত হয়। মন্দির স্থাপত্যে ভিত্তিবেদির ঠিক ওপরে চওড়া ফলকে সাধারণত চড়কি খেলার দৃশ্যটি উঠে আসে। মন্দিরের সামনে ফলকচিত্রের এই কাজটি স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন। (টেরাকোটায় চড়ক)

শিবের নাম নিয়ে বাঁশের তৈরি উঁচু মাচা বেঁধেছে। দুইদিক থেকে মাচা বেঁধে ওপরে উঠেছে কজন। নির্ভীক সন্ন্যাসী দিলেন উঁচু মাচা থেকে নিচে ধারালো বঁটি-কাঠারির ওপর ঝাঁপ। নানা মানুষের হৃদয়েনুভবে তখন শিবের নাম। উৎসবের মধ্যে এক দরদ ফুটে ওঠে। যে-নিয়মে এখনও প্রযুক্তি গলার ফাঁস হয়ে ওঠেনি। গ্রামীণ সহজ সরল জীবনের স্পন্দন শুধু দরদি ও আবেগময়। চড়কি খেলা বিস্ময়ে দম বন্ধ হয়ে আসে। আর যারা খেলছেন বিশেষ লক্ষ্যে তারা আত্মনিবেদিত। এই কঠিন যোগের মধ্যেও তাদের বিস্তর আনন্দ। যাতে প্রাণের টানটাই বেশি চৈত্র শেষে মধুমাসে ফি বছরের মত হয় শিব-পার্বতীর বিয়ে। চড়কির সঙ্গে এই বিবাহ উৎসব পালন হয়। এর অপর নাম নীল পুজো। লোকজীবনে শিব-পার্বতীর বিয়ে নিয়ে প্রবচন আছে, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এলো বান/শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান'। নবদ্বীপে বুড়োশিবের বিয়ে মহা ধুমধাম করে হয়। শিব ঠাকুর চতুর্দলায় চড়ে মুখোশ পরে বিয়ে করতে যান। তিনি যে বুড়ো, তাই মুখোশ পড়ে তরুণ সেজে যান। আধবোজা চোখ, গোঁফ ও মাথায় সাপের ফণা মুখোশে থাকে। শিব মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির চিত্রে শিব-পার্বতীর বিয়ের দৃশ্য উঠে আসে।শিব মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির চিত্রে শিব-পার্বতীর বিয়ের দৃশ্য উঠে আসে। কালনা বৈঁচি রোডের ওপর বৈদ্যপুর গ্রাম। যা বর্ধমান ও হুগলির সীমান্তে অবস্থিত। বহু প্রাচীন মন্দির এখানে ছড়িয়ে আছে। কালনা বৈঁচি রোডের ওপর বৈদ্যপুর গ্রাম। যা বর্ধমান ও হুগলির সীমান্তে অবস্থিত। বহু প্রাচীন মন্দির এখানে ছড়িয়ে আছে। মনসামঙ্গল কাব্যে এই স্থানের উল্লেখ রয়েছে। কথিত যে, বেহুলা বৈদ্যপুরে বৈদ্যদের কাছে লখিন্দরকে নিয়ে এসেছিলেন। এখানে একটি আটচালা শিব মন্দিরে ভিত্তিবেদির ওপর পোড়ামাটি কাজে চড়কি খেলার দৃশ্যটি আছে।

মূলত শিব মন্দিরগুলোতে এই শৈল্পিক কাজ পাওয়া যায়। আরেকটি কাজ আছে ইলছোবার পঞ্চরত্ন শিব মন্দিরে। শিব মন্দিরগুলো ছাড়া এই কাজ বেশি দেখা যায় না।ধর্মীয় লোকাচার মন্দিরে পোড়ামাটির চিত্রে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। যাতে লোকবিশ্বাসের ছাপ ও স্থানীয় সংস্কৃতি উঠে আসে। তবে সময়ের সাথে আজ সব জীর্ণ। শিল্পকর্মগুলো সংরক্ষণ জরুরি। এমন নিদর্শন কেবল একটি শিল্পরূপ নয়, বরং এটি এক ঐতিহাসিক দলিল। পোড়ামাটির শিল্পকে সংরক্ষণ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন, কারণ এতে লুকিয়ে আছে আমাদের বৈচিত্র্যময় উৎসবমুখর সংস্কৃতির পরিচয়। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।